দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 26 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের বৈঠক

ঢাবি'র আবাসিক এলাকা ও আজিজ সুপার মার্কেটে তল্লাশি

আহত অর্ধ শতাধিক : গ্রেফতার ৬

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ কারফিউ জারির প্রথম দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশকারী শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ পথচারীদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জেরার মুখে পড়তে হয়েছে। এ সময় কমপক্ষে অর্ধশতাধিক লোককে নানা অজুহাতে হয়রানিসহ বেদম প্রহারের শিকার হতে হয়। গত বুধবার রাত ৮টার মধ্যে হল খালি করার নির্দেশ সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে অবস্থান করায় ৬ ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। এদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নেতার সঙ্গে তাদের বাসায় দেখা করেছেন। বিক্ষোভকারীদের সন্ধানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকা এবং আজিজ সুপার মার্কেটে তল্লাশি করেছে। গত বুধবার পৃঃ ৫-কঃ ৪

আজিজ সুপার মার্কেটে তল্লাশি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাত ৮টায় কারফিউ জারির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। অনেক দেরিতে শিক্ষার্থীদের কাছে হল ত্যাগের সিদ্ধান্ত পৌঁছার কারণে বিপাকে পড়ে যায় তারা। আর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দেয়ার কারণে শিক্ষার্থী দোটানায় পড়ে যান। ভোগান্তি মাথায় নিয়েই প্রায় সব শিক্ষার্থী হল ত্যাগ করে। তবে বিভিন্ন হলে দু'একজন শিক্ষার্থী আটকা পড়ে। কারফিউ জারির পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অভিযান চালায়। এসময় বিভিন্ন হল থেকে ৬ শিক্ষার্থীকে আটক করা হয় বলে প্রক্টর অফিস সূত্রে জানা গেছে। আটককৃতদের মধ্যে জিয়া হলের ১ জন, বঙ্গবন্ধু হলের ১ জন, এফ রহমান হলের ১ জন, শহীদুল্লাহ হলের ২জন এবং মহসিন হলের ১ জন রয়েছেন।

বিক্ষোভকারীদের সন্ধানে গত বুধবার রাতে শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে তল্লাশি করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসময় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়াসউদ্দিন আবাসিক এলাকায় বিক্ষোভকারীদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হয়। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। জরুরী অবস্থা জারির পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশকারী শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জেরার মুখে পড়েন। তারা কোন অজুহাত না শুনেই পথচারীদের মারধর করেন। সংবাদ কর্মীদের পরিচয় দেয়ার পরও ব্যাপক মারধর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অবস্থানরত জিয়া, এফ রহমান ও জসিম উদ্দিন হলের কর্মচারীদের পরিচয় দেয়ার পরও মারধর করা হয়। বিকালে চারুকলার সামনে বেশ কয়েকজন পথচারীকে মারধর করা হয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে কমপক্ষে ৪৫/৫০ জন আহত হয়।

এদিকে তিন ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কোন প্রভাব পড়েনি। বরাবরের মতোই জেরার মুখে পড়তে হয়েছে পথচারীদের। নীলক্ষেতে বেশ কয়েকটি ফার্মেসী থাকলেও একটি ছাড়া অন্যগুলোকে খুলতে দেয়া হয়নি।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বৈঠক

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপরের সারির কয়েকজন কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা টাওয়ার ভবনে প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর বাসায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর ড. হারুণ অর রশিদ, প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন আহমদ। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলা এ বৈঠকে কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, আমাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।